947 - বধির্মীদরে উৎসব উপলক্ষে তাদরেকে শুভচ্ছো জানানোর বধিান

প্রশ্ন

বধির্মীদরে উৎসব উপলক্ষে তাদরেকে শুভচ্ছো জানানোর বধিান কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

খ্রস্টিমাস (বড়দনি) কংিবা অন্য কোন বধির্মীয় উৎসব উপলক্ষে কাফরেদরে শুভচ্ছো জানানো আলমেদরে সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) তাঁর লখিতি "আহকামু আহলযি যম্মিাহ" গ্রন্থে এ বধিানটি উল্লখে করছেনে। তনিি বলনে: "কোন কুফরী আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে শুভচ্ছো জানানো সর্বসম্মতক্রিমে হারাম। যমেন- তাদরে উৎসব ও উপবাস পালন উপলক্ষে বলা য, 'তোমাদরে উৎসব শুভ হোক' কংিবা 'তোমার উৎসব উপভোগ্য হোক' কংিবা এ জাতীয় অন্য কোন কথা। যদি এ শুভচ্ছোজ্ঞাপন করা কুফরীর পর্যায়ে নাও পৌঁছ; তবে এটি হারামরে অন্তর্ভুক্ত। এ শুভচ্ছো ক্রুশকে সজেদা দয়োর কারণে কাউকে অভনিন্দন জানানোর পর্যায়ভুক্ত। বরং আল্লাহর কাছে এটি আরও বশেি জঘন্য গুনাহ। এটি মদ্যপান, হত্যা ও যনিা ইত্যাদরি মত অপরাধরে জন্য কাউকে অভনিন্দন জানানোর চয়েে মারাত্মক। যাদরে কাছে ইসলামরে যথাযথ মর্যাদা নইে তাদরে অনকেে এ গুনাতে লপ্তি হয়ে পড়; অথচ তারা এ গুনাহরে কদর্যতা উপলব্ধি করে না। য ব্যক্তি কোন গুনার কাজ কংিবা বদিআত কংিবা কুফরী কর্মরে প্রক্ষেতিে কাউকে অভনিন্দন জানায় স নজিকেে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টরি সম্মুখীন কর।"[উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

কাফরেদরে উৎসব উপলক্ষে শুভচ্ছো জানানো হারাম ও এত জঘন্য গুনাহ (যমেনটি ইবনুল কাইয়্যমে এর ভাষ্যে এসছে) হওয়ার কারণ হলো- এ শুভচ্ছো জানানোর মধ্যে কুফরী আচারানুষ্ঠানরে প্রতি স্বীকৃতি ও অন্য ব্যক্তরি পালনকৃত কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। যদওি ব্যক্তি নজিে এ কুফরী করতে রাজী না হয়। কন্তিু, কোন মুসলমিরে জন্য কুফরী আচারানুষ্ঠানরে প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা কংিবা এ উপলক্ষে অন্যকে শুভচ্ছো জ্ঞাপন করা হারাম। কনেনা আল্লাহ তাআলা কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট নন। তনিি বলনে: "যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জনেে রাখ) আল্লাহ্ তোমাদরে মুখাপক্ষেী নন। আর তনিি তাঁর বান্দাদরে জন্য কুফরী পছন্দ করনে না। এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও; তবে (জনেে রাখ) তনিি তোমাদরে জন্য সটোই পছন্দ করনে।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৭] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: "আজ আমি তোমাদরে জন্য তোমাদরে দ্বীনকে পরপিূর্ণ করলাম এবং তোমাদরে উপর আমার নয়োমত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদরে জন্য ইসলামকে দ্বীন হসিবেে পছন্দ করলাম।"[সূরা মায়দো, আয়াত: ৩] অতএব, কুফরী উৎসব উপলক্ষে বধির্মীদরেকে শুভচ্ছো জানানো

হারাম; তারা সহকর্মী হোক কিংবা অন্য কিছু হোক।

আর বিধর্মীরা যদি আমাদেরকে তাদের উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানায় আমরা এর উত্তর দিব না। কারণ সেটা আমাদের ঈদ-উৎসব নয়। আর যেহেতু এসব উৎসবের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানবজাতির কাছে ইসলাম ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, যে ধর্মের মাধ্যমে পূর্বের সকল ধর্মকে রহিত করে দেয়া হয়েছে; হোক এসব উৎসব সংশ্লিষ্ট ধর্মে অনুমোদনহীন নব-সংযোজন কিংবা অনুমোদিত (সবই রহিত)। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৮৫]

কোন মুসলমানের এমন উৎসবের দাওয়াত কবুল করা হারাম। কেননা এটি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর চেয়ে জঘন্য। কারণ এতে করে দাওয়াতকৃত কুফরী অনুষ্ঠানে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা হয়।

অনুরূপভাবে এ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে কাফেরদের মত অনুষ্ঠান করা, উপহার বিনিময় করা, মিষ্টান্ন বিতরণ করা, খাবার-দাবার আদান-প্রদান করা, ছুটি ভোগ করা ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য হারাম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের-ই দলভুক্ত"। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর লিখিত 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম' গ্রন্থে বলেন: "তাদের কোন উৎসব উপলক্ষে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করলে এ বাতিল কর্মের পক্ষে তারা মানসিক প্রশান্তি পায়। এর মাধ্যমে তারা নানাবিধ সুযোগ গ্রহণ করা ও দুর্বলদেরকে বেইজ্জত করার সম্ভাবনা তৈরী হয়।"[উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি বিধর্মীদের এমন কোন কিছুতে অংশগ্রহণ করবে সে গুনাহগার হবে। এ অংশগ্রহণের কারণ সৌজন্য, হৃদ্যতা বা লজ্জাবোধ ইত্যাদি যেটাই হোক না কেন। কেননা এটি আল্লাহর ধর্মের ক্ষেত্রে আপোষকামিতার শামিল। এবং এটি বিধর্মীদের মনোবল শক্ত করা ও স্ব-ধর্ম নিয়ে তাদের গর্ববোধ তৈরী করার কারণের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন মুসলমানদেরকে ধর্মীয়ভাবে শক্তিশালী করেন, ধর্মের ওপর অবিচল রাখেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে বিজয়ী করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিস শাইখ ইবনে উছাইমীন ৩/৩৬৯]